২৫ আগস্ট, ২০১৯

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কাবিননামার ৫ নং কলাম সংশোধন ও ৪ ক নামক নতুন কলাম সংযোজনের নির্দেশনা দিয়েছেন মহামান্য হাইকোর্ট

আজ ২৫ আগস্ট ২০১৯ ইং তারিখে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি নাইমা হায়দার ও মাননীয় বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ (এনেক্স -২০) কাবিননামায় সুনির্দিষ্ট কিছু সংশোধন এবং সংযোজনের নির্দেশনা দিয়ে রায় প্রদান করেন। রায়ে কাবিননামার ৫ নং কলাম সংশোধনের এবং ৪ ক নামক একটি নতুন কলাম সংযোজনের নির্দেশ দেন।উক্ত রায়ে মহামান্য আদালত মুসলিম বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কাবিননামা বা নিকাহনামা (স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম নং-১৬০০ এবং ১৬০১) - এর ৫ নং কলাম হতে কনের বৈবাহিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য 'কুমারী' শব্দটির পরিবর্তে 'অবিবাহিতা' শব্দটি সংযোজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া ৪ নং কলামের পরে ৪ক নং নামক একটি নতুন কলাম সংযোজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন, যেখানে কনের মত বরকেও তার বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য যথা তিনি- 'অবিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত/বিপত্নীক' কিনা সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কাবিননামা বা নিকাহনামা (স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম নং-১৬০০ এবং ১৬০১) এর ৫ নং কলামে কনে 'কুমারী, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা' কিনা সে বিষয়ক তথ্য প্রদান করতে হয়,যা উক্ত নারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুন্ন করে এবং নারী-পুরুষের সম অধিকার বিষয়ক বৈষম্যের সৃষ্টি করে । এ কলামটি সংবিধানের ২৮, ৩১ ও ৩২ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এ কাবিননামায় বরের এরূপ ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানের জন্য কোন কলাম নেই। এ সকল বিষয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), নারীপক্ষ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়; সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়; মহা পরিচালক, প্রিন্টিং ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং উপ-পরিচালক বাংলাদেশ ফর্ম ও প্রকাশনা অফিসকে বিবাদী করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে 'কাবিননামা সংশোধন' সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা (রীট পিটিশন নং-৭৮৭৮/২০১৪) দায়ের করে। এ প্রেক্ষিতে বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কাবিননামা বা নিকাহনামা (স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম নং-১৬০০ এবং ১৬০১) এর ৫ নং কলামটিকে কেন বে আইনী, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবেনা; উক্ত ফর্মে উল্লেখিত কনের ক্ষেত্রে 'কুমারী' শব্দটি কেন বাদ দেয়া হবে না; কোন ধরণের বৈষম্য ব্যতিরেকে কনের অনুরূপভাবে বরকেও কেন তার বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য যথা- সে 'অবিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত/বিপত্নীক' প্রদান করতে হবেনা এবং বিবাহের কাবিননামায় বর ও কনের উভয়ের ছবি সংযোজন কেন বাধ্যতামূলক করা হবেনা তা জানতে চেয়ে বিবাদীদের প্রতি রুল জারী করেন। আবেদনকারীর পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন এডভোকেট জেড আই খান পান্না, এডভোকেট আইনুননাহার সিদ্দিকা। তাদেরকে সহায়তা করেন ব্লাস্টের আইন উপদেষ্টা আইনজীবী এস এম রেজাউল করিম এবং আইনজীবী আয়েশা আক্তার। রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল অমিত তালুকদার এবং আইনজীবী বেলায়েত হোসেন এ মামলায় এমিকাস কিউরি হিসেবে মহামান্য আদালতকে সহায়তা করেন।

বার্তা প্রেরক:

সোফিয়া হাসিন, ডেপুটি কোর্ডিনেটর
এডভোকেসি, ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭১২-২৩৮১৮৭
ইমেইল: sofia@blast.org.bd

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

আয়েশা আক্তার, স্টাফ ল'ইয়ার,ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭২৮৯৭৮৪৬৫
ইমেইল: ayesha.akhter@blast.org.bd